সারমর্ম مرتا البانية

قاضي محمد مكين

মারতা আল-বানিয়াহ শীর্ষক গল্পটি জিবরান খলিল জিবরানের عرائس المروج নামক গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র বান গ্রামের মারতা নাম্নী এক খ্রিস্টান মহিলা। নব যৌবনের আবেগ ও পারিপার্শ্বিক অসহায়তার সুযোগ নিয়ে লেবাননী এক যুবকের তাকে ভালোবাসার নাটক ও বিশ্বাসঘাতকতা এবং তার ফলস্বরূপ জন্ম নেওয়া নিষ্পাপ এক বালকের প্রতি বাৎসল্য তাকে কীভাবে অবৈধ পথ বেছে নিতে বাধ্য করে, তা নিয়ে আবর্তিত হয় গল্পের মূল কাহিনী।

অসহায় শৈশবঃ

জন্ম লগ্নে পিতা এবং অল্প বয়সেই মাতা মারা যাওয়ায় তার এক দরিদ্র প্রতিবেশীর বাড়ি, তাদের মেষপালন করে ও মনোরম প্রকৃতির মাঝে সময় কাটাতে কাটাতে মারতা কৈশোরে পা দেয়। অবলা প্রাণীদের সারল্য ও প্রকৃতির কোমলতা তার চরিত্রে ছাপ ফেলে। গতানুগতিক জীবনের কঠোরতায় অসহায় মারতা রাতের বিছানায় শুয়ে ভাবে, এই ঘুম যদি আর না ভাঙ্গে কতইনা ভাল হয়! প্রত্যহ চারণভূমিতে এক ষোড়শী নবযুবতীর স্বচ্ছ হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হয় শ্যামল প্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য। ভাবুক মন উড়ে বেড়ায় বাতাসে উড়তে থাকা পাতায় পাতায়। লেখকের ভাষায়-

صارت نفسها مثل مرآة صقيلة تعكس محاسن الحقول، وقلبها شبيه بخلايا الوادي يرجع صدى كل الأصوات

জীবনে বসন্তের ছোঁয়াঃ

একদিন...

লেবাননের উপত্যকার প্রাকৃতিক শোভায় বিভোর মারতার জীবনে আগমন ঘটে পথ হারানো এক সুদর্শন যুবকের। অচেনা যুবকের দৃষ্টি, কন্ঠস্বর তাকে অজানা কিছু অনুভূতির মুখোমুখি করে। গ্রাম্য সারল্য মাখা মনে যুবকের গভীর আহ্বান জায়গা করে নেয় অকপট বিশ্বাসের। শূন্য হৃদয়ে ভালোবাসা নিশ্চিন্তের আশ্রয় খুঁজে নেয়। সংগ্রামের কৈশোর পিছনে ফেলে সরল বিশ্বাসী মারতা হাত বাড়ায় যুবকের হাতে। নিজের অজান্তেই মিলিয়ে যায় কঠিন বাস্তবের অন্ধকারে। লেখকের ভাষায়-

في ذلك المساء رجعت البقرة الحلوب وحدها إلى الحظيرة، أما مرتا فلم ترجع

লেখক ও মারতা পুত্রের সাক্ষাৎঃ

বেইরুত নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বান গ্রামে মারতা যখন একটি বিস্মৃত নাম...

গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে লেখক তার কর্মস্থল বেইরূতে ফিরে এলেন। প্রকৃতিপ্রেমী বাস্তববাদী লেখক মনে করেন-

الطبيعة معلمة ابن آدم والإنسانية كتابه والحياة مدرسته

বেইরুতের বাড়িতে এক সন্ধ্যায় লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো বাজারের কলরবের মাঝে ফুল বিক্রেতা এক বালক। ফুলের ঝুড়ির ভারে ন্যুব্জ হয়ে আছে তার শীর্ণদেহ। তাকে দেখে লেখক এর অবচেতন মনে কয়েকটি প্রশ্ন উঁকি দেয়। তার থেকে কিছু জানার উদ্দেশ্যে তিনি তার থেকে ফুল ক্রয় করলেন। তারপর কথায় কথায় জানতে পারলেন যে, সে হল-মারতার পুত্র। শব্দটি লেখককে এক মুহূর্তে পিছিয়ে নিয়ে যায় কয়েক বছর আগে। তিনি বুঝতে পারলেন, এ হলো গ্রাম্য বৃদ্ধের মুখে শোনা সেই মারতা, গ্রাম্য সারল্যের নিরাপদ আশ্রয় থেকে যে আছড়ে পড়েছে শহরের নোংরা অন্ধকার সংকীর্ণ গলিতে। লেখকের সংবেদনশীল মন উৎসুক হয় মৃতপ্রায় যুবতীর দর্শনে। লেখক এর নিজের কথায়-

أمسكتُ بيده قائلًا: «سِر بي إلى أمك لأني أريد أن أراها».

লেখক ও মারতার সাক্ষাৎ ও তার স্মৃতিচারণঃ

বালককে হতভম্ব করে লেখক তার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। তাকে অনুসরণ করে তিনি উপস্থিত হলেন শহরতলির এক সংকীর্ণ বস্তিতে, যেখানে বাতাসে মিশে আছে মৃত্যুর দীর্ঘশ্বাস। ক্রমশ গিয়ে দাঁড়ালেন এক দীর্ণ কুটিরের মাঝে। একপাশে জীর্ণ একটি খাটের উপর পৃথিবীর প্রতি একরাশ ঘৃণা নিয়ে শতচ্ছিন্ন শয্যায় মিশে আছে একটি অস্থিচর্মসার দেহ। পুত্রের ডাকে মুখ ফিরিয়ে মারতা লেখককে দেখতে পায়। বিশ্বসংসারের উপর বিতৃষ্ণ নারী লেখককে অন্যান্য দেহলোভীদের ন্যায় ভেবে করুণ অব্যাহতি চায়। সমব্যথী লেখক তার মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে আত্মপরিচয় দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেন। লেখক তাকে বলেন, সে শুধুমাত্র পরিস্থিতির শিকার। নিশ্চয়ই সে স্বেচ্ছায় পাপাচারিনী নয়। সে হলো অত্যাচারিত, আর অত্যাচারী হওয়ার থেকে অত্যাচারিত হওয়া ভালো। লেখকের সান্ত্বনাবাণী মৃত্যুপথযাত্রী নিপীড়িতা নারীর মৃতপ্রায় অনুভূতির দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়। সে লেখককে বারবার অনুরোধ করে সেই পঙ্কিল স্থান ত্যাগ করার জন্য। তারপর খুলে যায় স্মৃতিমেদুর মারতার বেদনার আগল। ব্যাথাতুর কাহিনী উৎসারিত হয় ঝর্ণাধারার ন্যায়। বলতে থাকে কীভাবে সে তিল তিল করে মৃত্যুমুখে এগিয়ে গেছে, শুধু শরীরের নয়, মনেরও। অবশেষে লেখকের ভাষায়–

ثم اختلجت وتأوهت وابيضت وجهها وفاضت روحها

প্রাণবিয়োগঃ

মৃত্যুর প্রাকমুহূর্তে, সমগ্র বিশ্বে তার একমাত্র সমব্যথীর কাছে তার সন্তানকে রক্ষা করার শেষ আর্তি জানিয়ে নিথর হয়ে যায় আজন্ম-পরিচজনহীনা নারী মারতার দেহপিঞ্জর। তথাকথিত সভ্য সমাজের ঘৃণা মাথায় নেওয়া মারতাকে বিশ্বসংসারের দুটি প্রাণী– লেখক ও মারতার সন্তান সমাহিত করে দেয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নির্জন এক ভূখণ্ডে। লেখকের বর্ণনায়–

دفنت في حقل مهجوربعيد عن المدينة

এভাবেই করুণ পরিণতি ঘটে নিষ্পাপ বালিকার, এক সরল প্রেমিকার, এক নিপীড়িতা যুবতীর এবং অবশেষে কোন অসহায় বালকের একমাত্র সহায় এক অভাগিনী মায়ের।